জাতীয় কৃষি আবহাওয়া
পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১০ মে (বুধবার)
[সময়কালঃ ১০.০৫.২০২৩-১৪.০৫.২০২৩]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি:

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১০ মে ২০২৩, সকল ০৬ টা পর্যন্ত) এবং ০৯ মে ২০২৩ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১০ মে ২০২৩ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৯.৮	২৮.২	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩৫.৭	২৮.১
	টাঙ্গাইল	০০	৩৯.০	২৬.০		সন্দ্বীপ	০০	৩৮.০	২৭.৪
	ফরিদপুর	০০	৩৮.৫	২৫.৩		সীতাকুন্ড	০০	৩৬.৮	২৭.০
	মাদারীপুর	০০	৩৭.২	২৫.৬		রাঙ্গামাটি	০০	৩৯.৩	২৭.৪
	গোপালগঞ্জ	১২	৩৮.৫	২৫.৫		কুমিল্লা	০০	৩৮.৬	২৬.২
	নিক্‌লি	০০	৩৯.০	২৪.৫		চাঁদপুর	০০	৩৮.৫	২৭.৩
						মাইজদীকোর্ট	০০	৩৯.০	২৭.৫
রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৪০.০	২৫.৩		ফেনী	০০	৩৯.৫	২৭.৫
	ঈশ্বরদী	০০	৩৯.৩	২৫.৩		হাতিয়া	০০	৩৬.৫	২৭.৫
	বগুড়া	০০	৩৯.১	২৭.০		কক্সবাজার	০০	৩৫.০	২৭.৬
	বদলগাছী	০০	৩৯.০	২৩.০		কুতুবদিয়া	০০	৩৫.৪	২৭.২
	তাড়াশ	০০	৩৮.২	২৫.২		টেকনাফ	০০	৩৪.৮	২৬.০
						বান্দরবান	০০	৩৮.৭	২৬.০
রংপুর	রংপুর	০০	৩৭.৮	২৫.০					
	দিনাজপুর	০০	৩৭.৭	২৩.৭	খুলনা	খুলনা	০০	৩৯.২	২৭.০
	সৈয়দপুর	০০	৩৮.১	২২.০		মংলা	০০	৩৮.২	২৭.৩
	তেঁতুলিয়া	০০	৩৬.২	২২.৬		সাতক্ষীরা	০০	৩৮.৩	২৮.০
	ডিমলা	০০	৩৭.০	২২.৫		যশোর	০০	৩৯.৮	২৫.৪
	রাজারহাট	০০	৩৭.১	২২.০		চুয়াডাঙ্গা	০০	৪১.২	২৭.০
						কুমারখালী	০০	৪০.০	২৬.২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩৭.৮	২৪.৭					
	নেত্রকোনা	০০	৩৮.০	২৪.৪	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩৮.২	২৬.০
						পটুয়াখালী	০০	৩৯.৪	২৭.০
সিলেট	সিলেট	০০	৩৮.০	২৫.৫		খেপুপাড়া	০০	৪০.০	২৬.২
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩৮.৫	২৩.৬		ভোলা	০০	৩৮.৯	২৭.৬

প্রধান বৈশিষ্ট সমূহ:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.৪৫ ঘন্টা ছিল |
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৮৯ মি: মি: ছিল |

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

পূর্বাভাস: অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে, তবে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাপ প্রবাহ: রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া এবং পটুয়াখালী জেলাসমূহের উপর তীব্র তাপপ্রবাহ এবং দেশের অন্যত্র মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৯ মে ২০২২ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন:

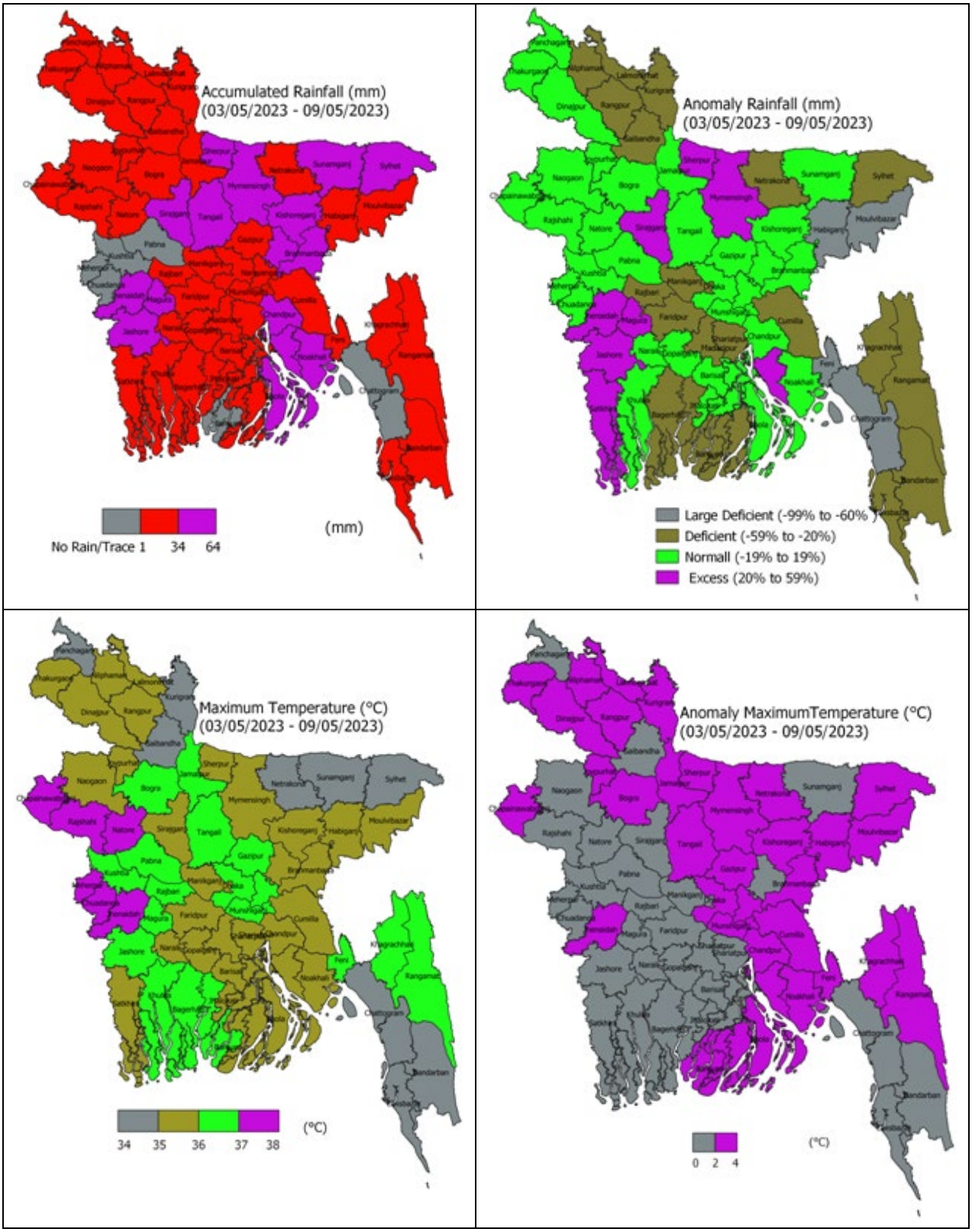

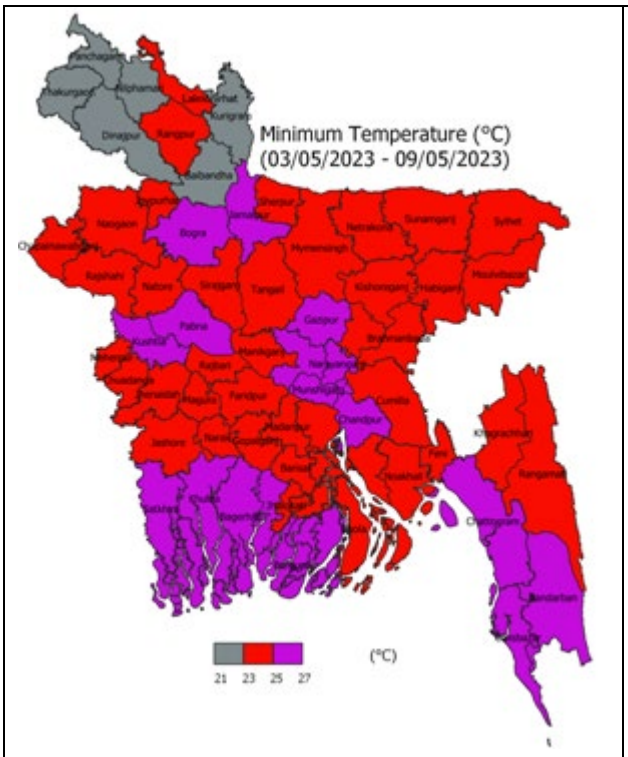
Minimum Temperature (°C)
(03/05/2023 - 09/05/2023)
(°C)
21 23 25 27

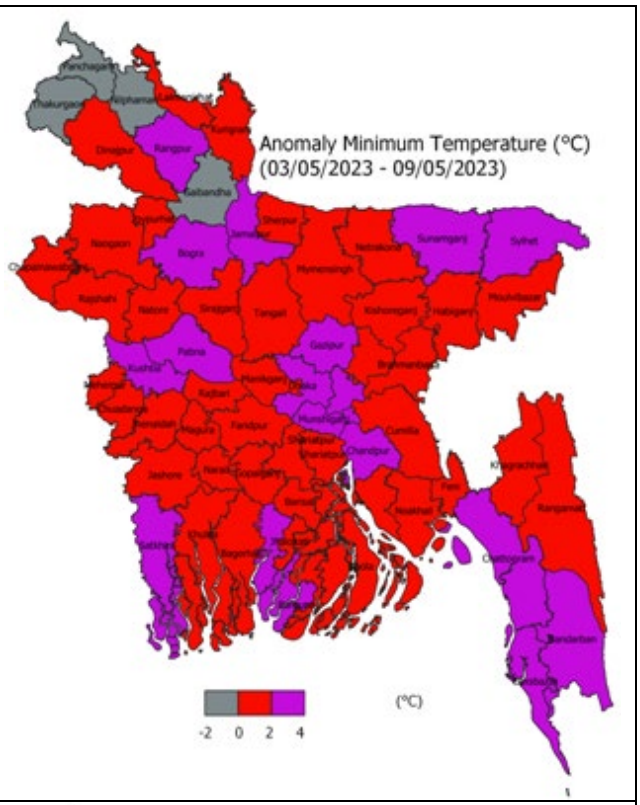
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(03/05/2023 - 09/05/2023)
(°C)
-2 0 2 4

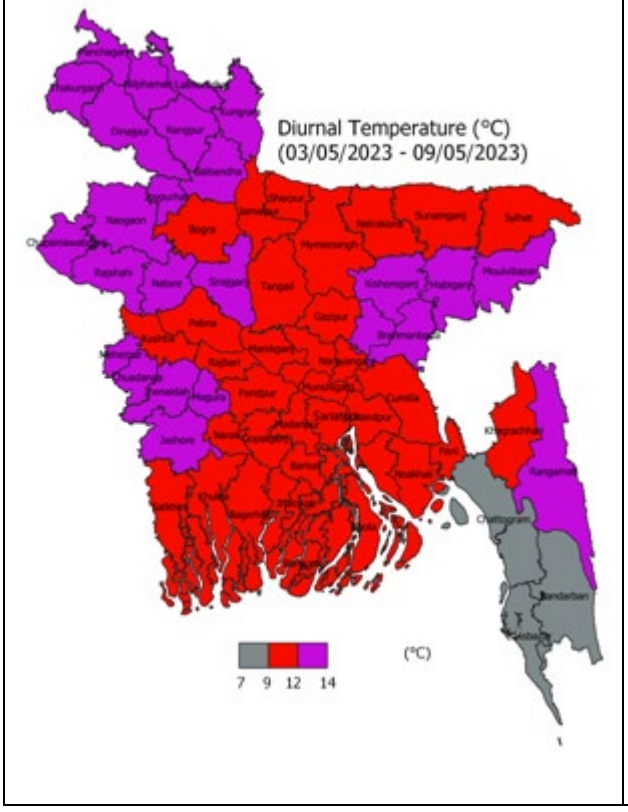
Diurnal Temperature (°C)
(03/05/2023 - 09/05/2023)
(°C)
7 9 12 14

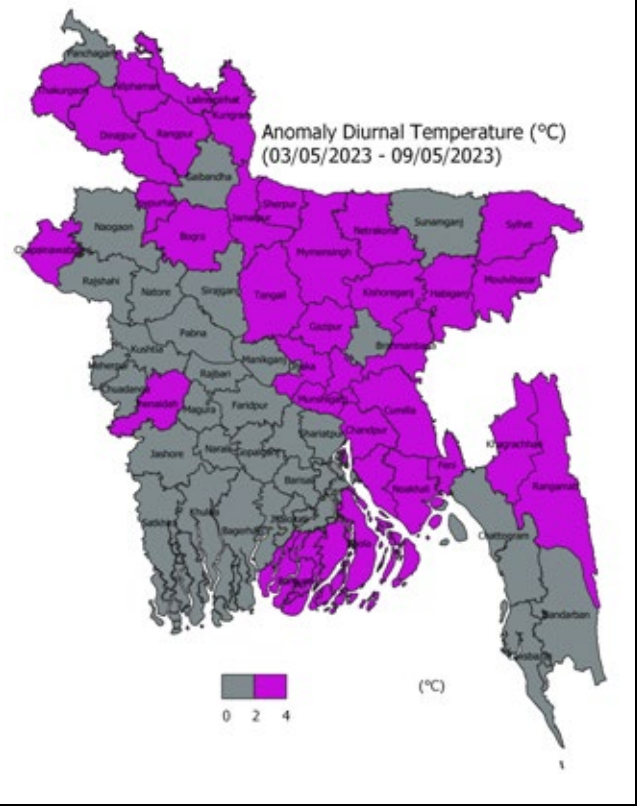
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(03/05/2023 - 09/05/2023)
(°C)
0 2 4

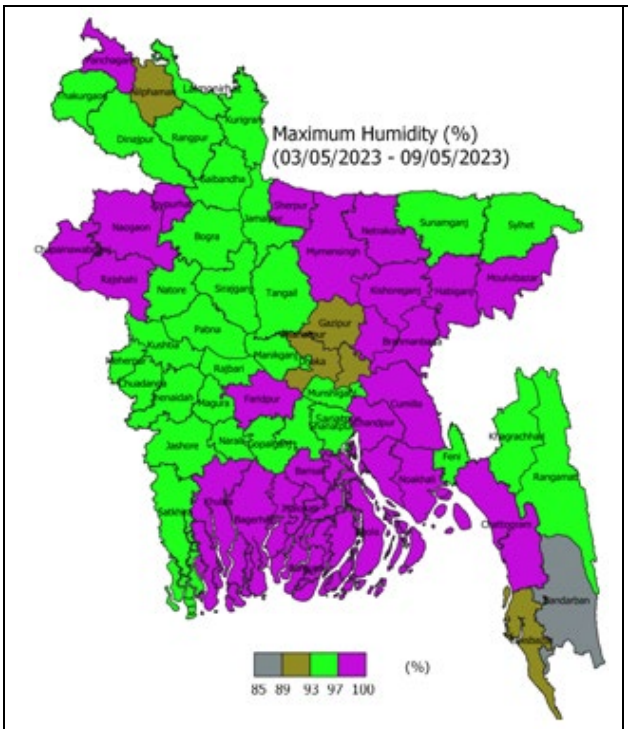
Maximum Humidity (%)
(03/05/2023 - 09/05/2023)
85 89 93 97 100
(%)

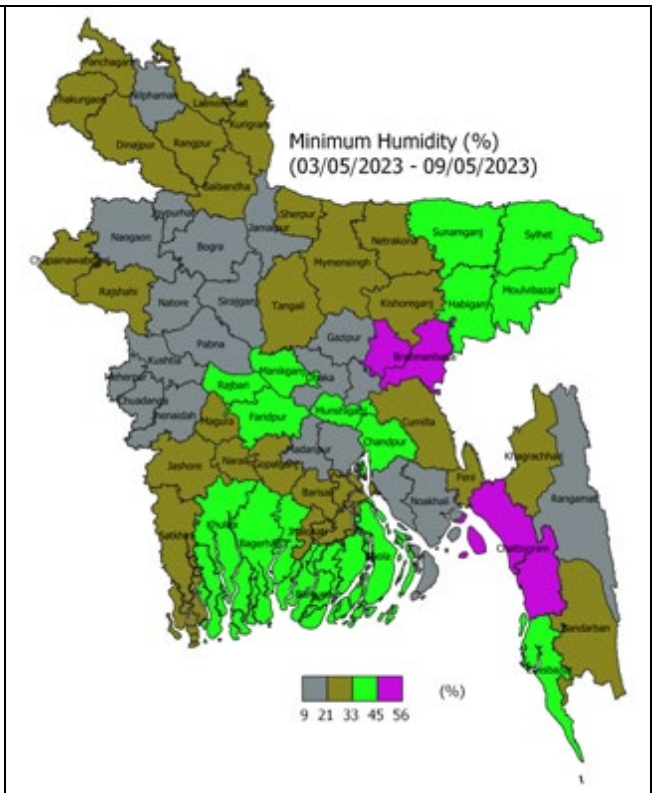
Minimum Humidity (%)
(03/05/2023 - 09/05/2023)
9 21 33 45 56
(%)

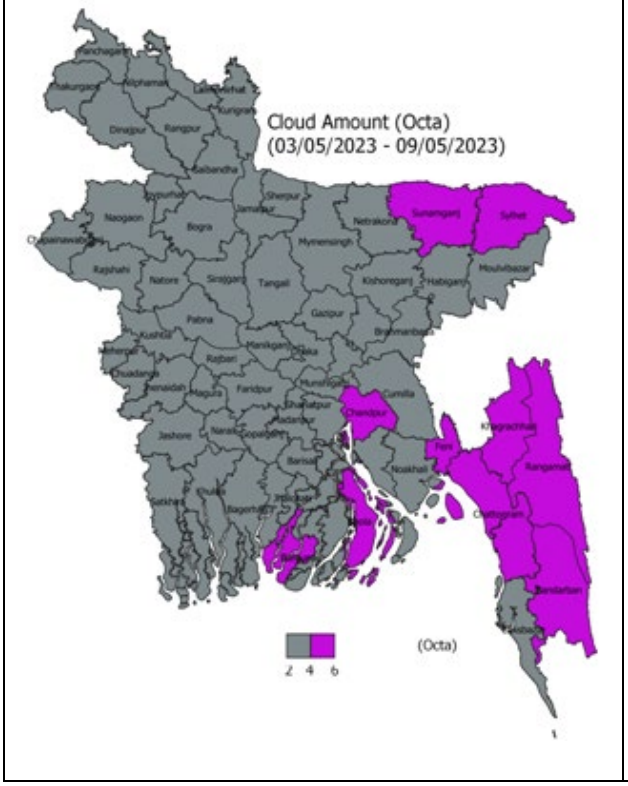
Cloud Amount (Octa)
(03/05/2023 - 09/05/2023)
2 4 6
(Octa)

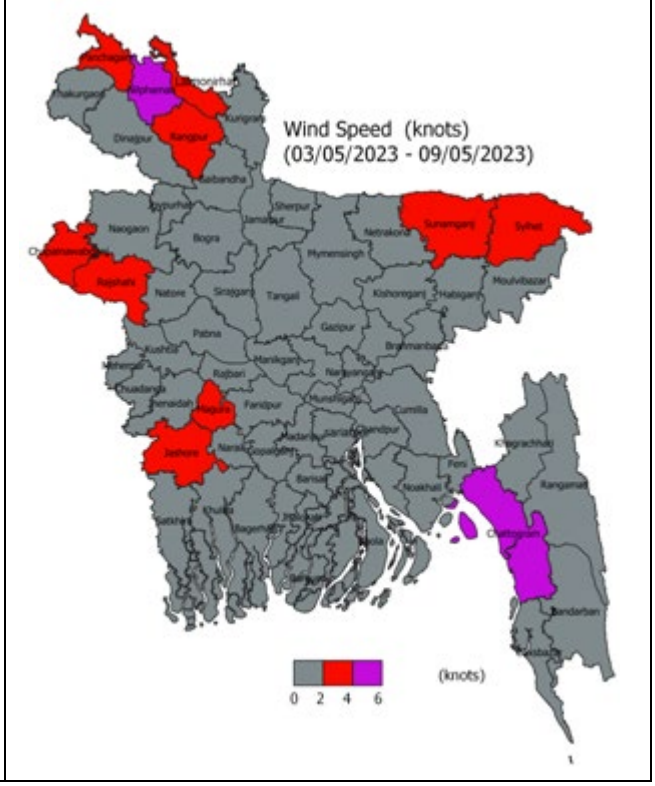
Wind Speed (knots)
(03/05/2023 - 09/05/2023)
0 2 4 6
(knots)

আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ০৯/০৫/২০২৩ হতে ১৫/০৫/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত:

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.৫০ থেকে ৭.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।
এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মি.মি. থেকে ৫.০০ মি.মি. থাকতে পারে।

- দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগর এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি ঘণীভূত হয়ে একই এলাকায় সুপষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে ঘূণীঝড়ে রূপ নিয়ে এ সময়ের শেষের দিকে চট্টগ্রাম-মায়ানমার উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে সারা দেশে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ (৭৬%-১০০% এলাকা) স্থানে; ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের অনেক (৫১%-৭৫% এলাকা) স্থানে এবং রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু (২৬%-৫০% এলাকা) স্থানে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়োহাওয়া, বিজলী চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে; সেইসাথে চট্টগ্রাম বিভাগে ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি/দিন) থেকে অতি ভারী (>৮৮ মি.মি/দিন), ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা ও বরিশাল বিভাগে মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি.মি/দিন) থেকে ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি/দিন) এবং রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি.মি/দিন) বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত এবং দ্বিতীয়ার্ধে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পারে ।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মৃদু থেকে মাঝারি ধরণের তাপ প্রবাহ বয়ে যেতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে তাপপ্রবাহ প্রশমিত হতে পারে ।

আগামী ০৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১০ মে হতে ১৪ মে ২০২৩ পর্যন্ত)

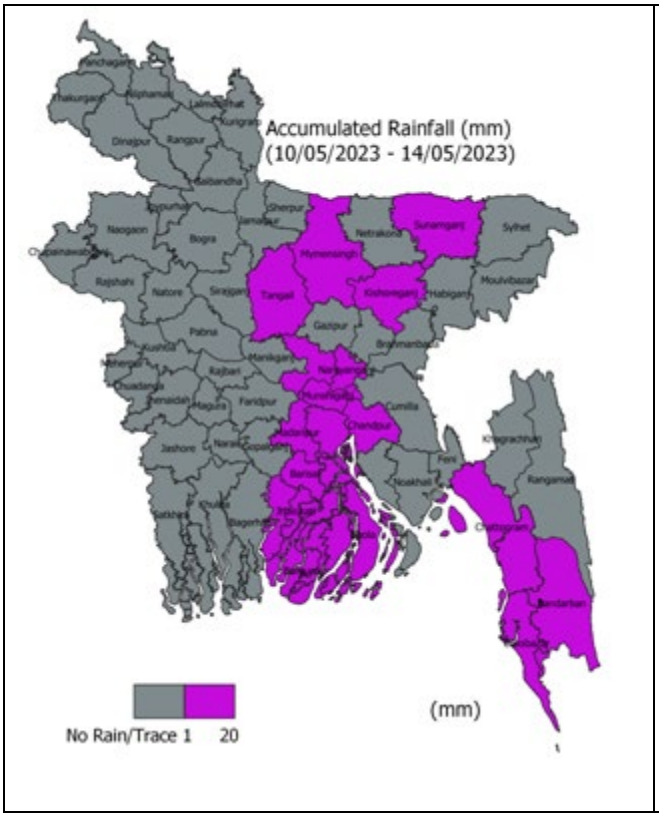

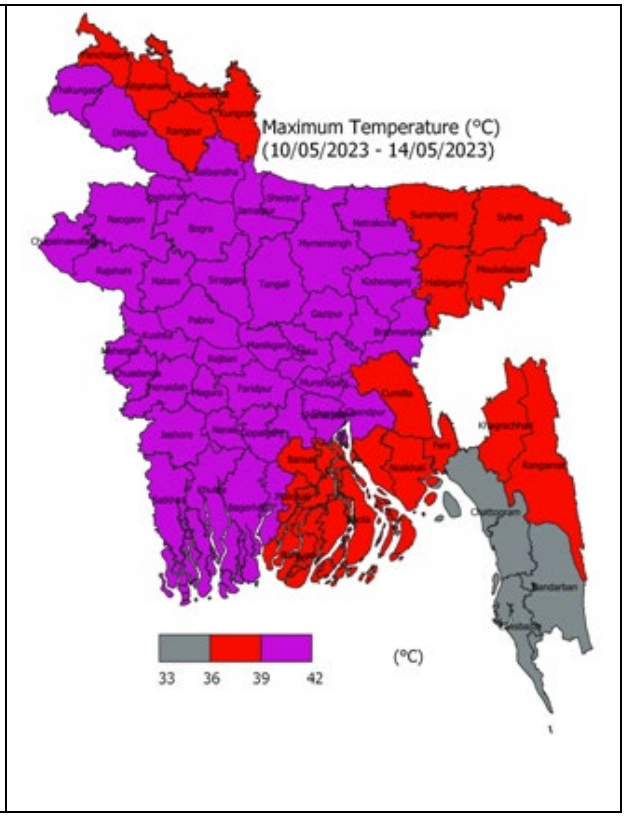

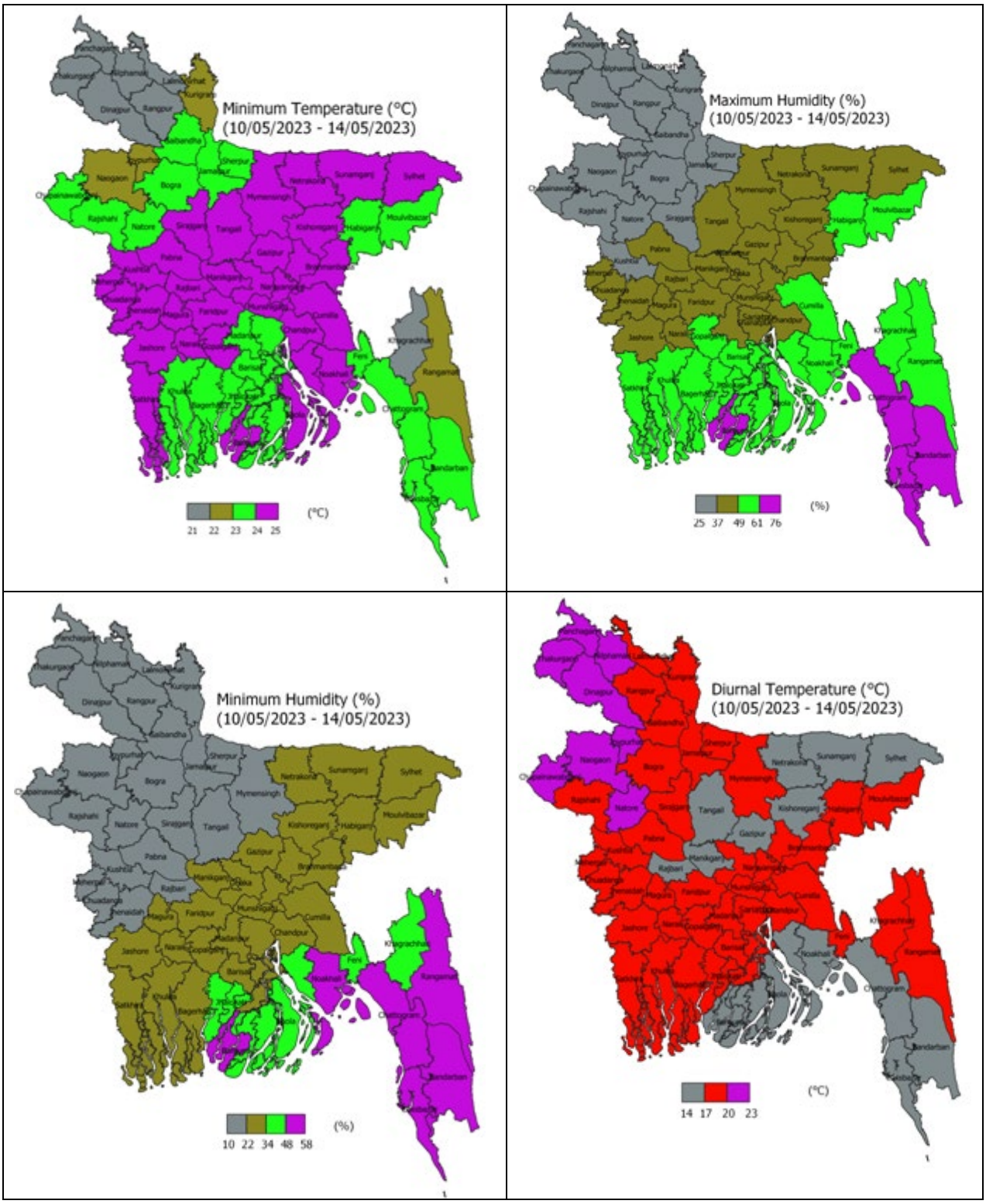
Minimum Temperature (°C)
(10/05/2023 - 14/05/2023)
(°C)
21 22 23 24 25
Maximum Humidity (%)
(10/05/2023 - 14/05/2023)
(%)
25 37 49 61 76
Minimum Humidity (%)
(10/05/2023 - 14/05/2023)
(%)
10 22 34 48 58
Diurnal Temperature (°C)
(10/05/2023 - 14/05/2023)
(°C)
14 17 20 23

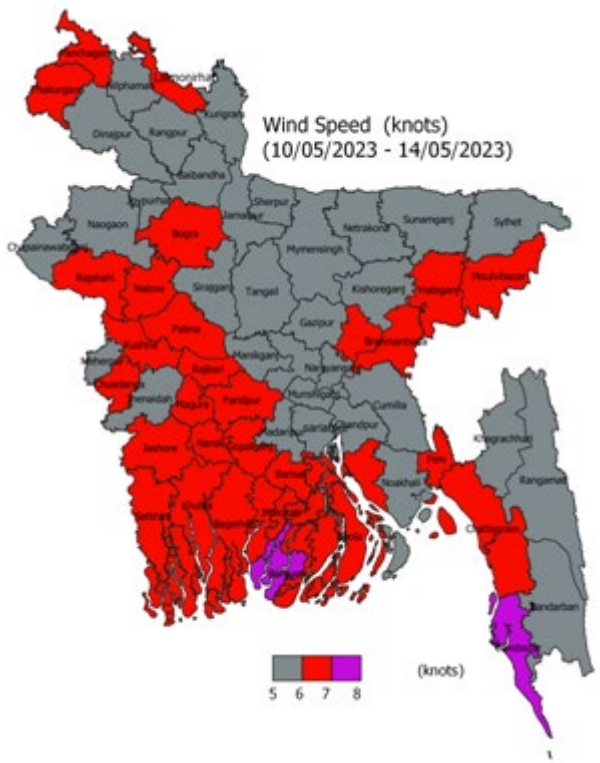

Wind Speed (knots)
(10/05/2023 - 14/05/2023)
5 6 7 8
(knots)

Different Satellite Products over Bangladesh

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 18 (30 April-06 May) over Agricultural regions of Bangladesh

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 18 (30 April-06 May) over Agricultural regions of Bangladesh

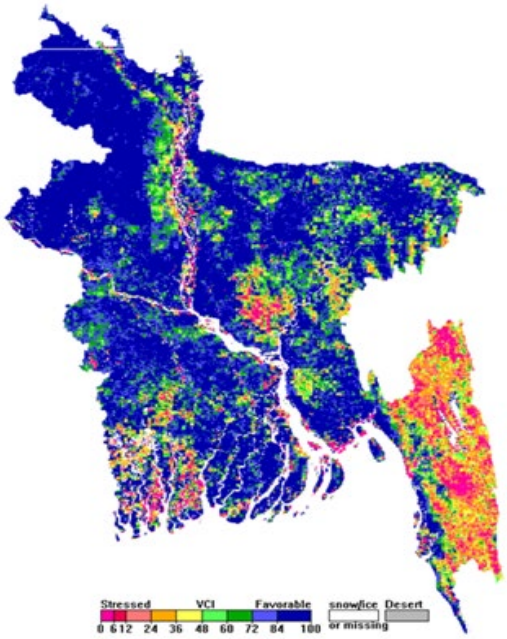

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 18 (30 April-06 May) over Agricultural regions of Bangladesh

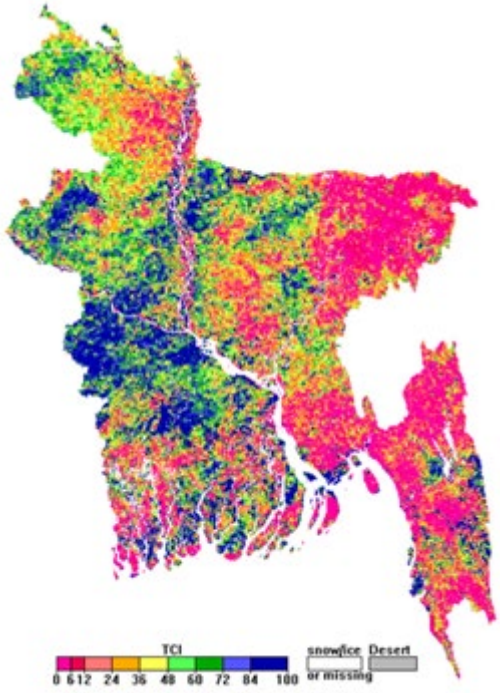

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 18 (30 April-06 May) over Agricultural regions of Bangladesh

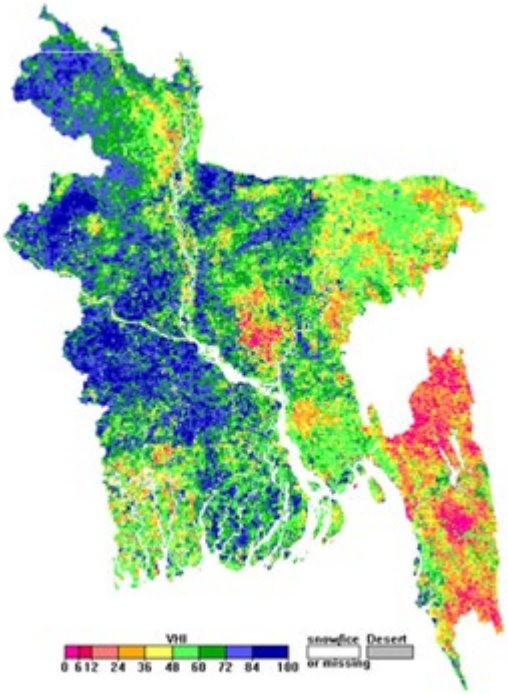

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অল্প কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। । এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, এবং নওগাঁ)

পাট

- **পর্যায়:** অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে কান্ড পচা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ম্যানকোজেব @ গ্রাম / লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইাস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।

রংপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, এবং নীলফামারী)

পাট

- **পর্যায়:** অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **কান্ড পচা** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ম্যানকোজেব @ গ্রাম / লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- সেচ প্রয়োগ করুন।

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **নলিমাছি বা গলমাছি** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দমন ব্যবস্থা: কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইাস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।

দিনাজপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়)

পাট

- **পর্যায়:** অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **কান্ড পচা** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ম্যানকোজেব @ গ্রাম / লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- সেচ প্রয়োগ করুন।

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **নলিমাছি বা গলমাছি** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দমন ব্যবস্থা: কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইাস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।

বগুড়া অঞ্চল (জেলাসমূহ: বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ)

পাট

- **পর্যায়:** অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে কান্ড পচা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ম্যানকোজেব @ গ্রাম / লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা

- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ফসল সংগ্রহ করুন। সংগ্রহ করার পর শস্য রোদে শুকিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে ঠান্ডা করে বায়ুনিরোধক পাত্রে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইাস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।

সিলেট অঞ্চল (জেলাসমূহ: সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, এবং হবিগঞ্জ)

ধান আউশ

- **পর্যায়:**চারা রোপণ / রিকোভারি
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **নলিমাছি বা গলমাছি** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দমন ব্যবস্থা: কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- প্রয়োজন অনুযায়ী হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।

রাংগামাটি অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাংগামাটি, বান্দরবান, এবং খাগড়াছড়ি)

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই জেলায় আগামী ১৪ মে, ২০২৩ সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ এর কারণে ঝড়ো হাওয়া এবং হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দণ্ডায়মান ফসলের উপর ঝড়ো হাওয়া এবং ভারী বৃষ্টিপাত প্রভাব ফেলতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত জরুরি কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া হলো:

১। বোরো ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন।

২। সংগ্রহ করা ফসল পরিবহন না করা গেলে মাঠে গাদা করে পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন যেন ঝোড়ো হাওয়া ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতি না হয়।
৩। দ্রুত পরিপক্ক সবজি ও ফল সংগ্রহ করে ফেলুন।
৪। সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
৫। দণ্ডায়মান ফসলকে পানির স্রোত থেকে রক্ষার জন্য বোরো ধানের জমির আইল উঁচু করে দিন।
৬। নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন যেন জমিতে পানি জমে না থাকতে পারে।
৭। খামারজাত সকল পণ্য নিরাপদ স্থানে রাখুন।
৮। আখের ঝাড় বেঁধে দিন, কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
৯। পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
১০। গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
১১। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রগমন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো।
*ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত হালনাগাদ পরামর্শের জন্য বামিস পোর্টাল (bamis.gov.bd) দেখুন।

বরিশাল অঞ্চল (জেলাসমূহ: বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, এবং ভোলা)

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই জেলায় আগামী ১৪ মে, ২০২৩ সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় 'মোখা' এর কারণে ঝড়ো হাওয়া এবং হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দণ্ডায়মান ফসলের উপর ঝড়ো হাওয়া এবং ভারী বৃষ্টিপাত প্রভাব ফেলতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত জরুরি কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া হলো:

১। বোরো ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন।
২। সংগ্রহ করা ফসল পরিবহন না করা গেলে মাঠে গাদা করে পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন যেন ঝোড়ো হাওয়া ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতি না হয়।
৩। দ্রুত পরিপক্ক সবজি ও ফল সংগ্রহ করে ফেলুন।
৪। সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
৫। দণ্ডায়মান ফসলকে পানির স্রোত থেকে রক্ষার জন্য বোরো ধানের জমির আইল উঁচু করে দিন।
৬। নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন যেন জমিতে পানি জমে না থাকতে পারে।
৭। খামারজাত সকল পণ্য নিরাপদ স্থানে রাখুন।
৮। আখের ঝাড় বেঁধে দিন, কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
৯। পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
১০। গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
১১। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রগমন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো।
*ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত হালনাগাদ পরামর্শের জন্য বামিস পোর্টাল (bamis.gov.bd) দেখুন।

যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহ: যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, এবং মাগুড়া)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **কান্ড পচা** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ম্যানকোজেব @ গ্রাম / লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই র্পযায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি./লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায় টমেটো ফসলে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে পাতা কোঁকড়ান রোগের আক্রমণ হতে পারে, তাই জমি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- দমকা বাতাসে যাতে গাছ নুয়ে না যায়, তাই কলা এবং পেঁপে গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে।
- বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে পরিপক্ক এবং অক্ষত কলার কাঁদি এবং পেঁপে ফল সংগ্রহ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া ছত্রাকজনিত রোগের জন্য অনুকূল। ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কপার অক্সিক্লোরাইড (৫০%) @ ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে

- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।

ফরিদপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, এবং গোপালগঞ্জ)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **কান্ড পচা** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ম্যানকোজেব @ গ্রাম / লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**কুশি গজানো

- রোগবালাই যেমন ধানের ব্লাস্ট,ব্যাকটেরিয়া জনিত পোড়া রোগ,বাদামি দাগ এবং পোকামাকড় যেমন মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস , পাতামোড়ানো পোকা ইত্যাদির উপস্থিতি সনাক্ত করার জন্য মাঠ পরিদর্শন করতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রনের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ফসলের এ পর্যায়ে ধান ক্ষেতে মাঝরা পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। এ জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষন কতে হবে। আক্রমন দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পোকা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে অথবা মাটিতে পুঁতে মেরে ফেলতে হবে। পোকা নিধনের জন্য বিঘাপ্রতি ৫টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করা যেতে পারে। এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য ডায়াজিনন ১০জি হেক্টর প্রতি ১০ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ফসলের এ পর্যায়ে ক্ষেতে পাতার ব্লাস্ট ও বাদামি দাগ রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ৬.০ গ্রাম হারে ট্রুপার অথবা নাটিভো মিশিয়ে ১০-১৫দিন পর পর ২ বার স্প্রে করুন।
- রৌদ্রজ্জল ও মেঘমুক্ত দিনে বিকাল বেলা কীটনাশক প্রয়োগ করা উত্তম।
- চারা রোপনের ৫৬ দিন পর (কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে) বিঘা প্রতি ৬.০ কেজি হারে ২য় (শেষ) ডোজ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **নলিমাছি বা গলমাছি** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দমন ব্যবস্থা: কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায় টমেটো ফসলে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে পাতা কোঁকড়ান রোগের আক্রমণ হতে পারে, তাই জমি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- দমকা বাতাসে যাতে গাছ নুয়ে না যায়, তাই কলা এবং পেঁপে গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে।
- বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থতিতে পরিপক্ক এবং অক্ষত কলার কাঁদি এবং পেঁপে ফল সংগ্রহ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া ছত্রাকজনিত রোগের জন্য অনুকূল। ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কপার অক্সিক্লোরাইড (৫০%) @ ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।

- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।

ঢাকা অঞ্চল (জেলাসমূহ: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, এবং নরসিংদী)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।

- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**চারা রোপণ / রিকোভারি
- ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে আউশ ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে| মই দিয়ে এমন ভাবে জমি সমতল করতে হবে যাতে পানি সব জায়গায় সমানভাবে থাকে।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ০৬ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ০৭ কেজি টিএসপি, ১১ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করুন।
- ২০-২৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি. বজায় রাখুন।
- প্রতি ২-২.৫ শতাংশ জমিতে পার্চিং হিসাবে একটি শাখা যুক্ত বাঁশের কন্চি পুঁতে দিন।
- আউশ ধান রোপণের ৫-৭ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে । চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- চারা রোপণের ১৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ০৬ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **নলিমাছি বা গলমাছি** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দমন ব্যবস্থা: কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায় টমেটো ফসলে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে পাতা কোঁকড়ান রোগের আক্রমণ হতে পারে, তাই জমি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- দমকা বাতাসে যাতে গাছ নুয়ে না যায়, তাই কলা এবং পেঁপে গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে।
- বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থতিতে পরিপক্ক এবং অক্ষত কলার কাঁদি এবং পেঁপে ফল সংগ্রহ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া ছত্রাকজনিত রোগের জন্য অনুকূল। ছত্রাকজনিত রোগ নিযন্ত্রণের জন্য কপার অক্সিক্লোরাইড (৫০%) @ ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।

- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।

চট্টগ্রাম অঞ্চল (জেলাসমূহ: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী এবং ফেনী)

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই জেলায় আগামী ১৪ মে, ২০২৩ সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় 'মোখা' এর কারণে ঝড়ো হাওয়া এবং হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দণ্ডায়মান ফসলের উপর ঝড়ো হাওয়া এবং ভারী বৃষ্টিপাত প্রভাব ফেলতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত জরুরি কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া হলো:

১। বোরো ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন।
২। সংগ্রহ করা ফসল পরিবহন না করা গেলে মাঠে গাদা করে পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন যেন ঝোড়ো হাওয়া ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতি না হয়।
৩। দ্রুত পরিপক্ক সবজি ও ফল সংগ্রহ করে ফেলুন।

৪। সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
৫। দন্ডায়মান ফসলকে পানির স্রোত থেকে রক্ষার জন্য বোরো ধানের জমির আইল উঁচু করে দিন।
৬। নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন যেন জমিতে পানি জমে না থাকতে পারে।
৭। খামারজাত সকল পণ্য নিরাপদ স্থানে রাখুন।
৮। আখের ঝাড় বেঁধে দিন, কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
৯। পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
১০। গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
১১। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রগমন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো।

*ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত হালনাগাদ পরামর্শের জন্য বামিস পোর্টাল (bamis.gov.bd) দেখুন।

কুমিল্লা অঞ্চল (জেলাসমূহ: কুমিল্লা, চাঁদপুর, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**চারা রোপণ / রিকোভারি
- ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে আউশ ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে| মই দিয়ে এমন ভাবে জমি সমতল করতে হবে যাতে পানি সব জায়গায় সমানভাবে থাকে।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ০৬ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ০৭ কেজি টিএসপি, ১১ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করুন।

- ২০-২৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি. বজায় রাখুন।
- প্রতি ২-২.৫ শতাংশ জমিতে পার্চিং হিসাবে একটি শাখা যুক্ত বাঁশের কন্চি পুঁতে দিন।
- আউশ ধান রোপণের ৫-৭ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে । চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- চারা রোপণের ১৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ০৬ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায় টমেটো ফসলে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে পাতা কোঁকড়ান রোগের আক্রমণ হতে পারে, তাই জমি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- দমকা বাতাসে যাতে গাছ নুয়ে না যায়, তাই কলা এবং পেঁপে গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে।
- বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থতিতে পরিপক্ক এবং অক্ষত কলার কাঁদি এবং পেঁপে ফল সংগ্রহ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া ছত্রাকজনিত রোগের জন্য অনুকূল। ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কপার অক্সিক্লোরাইড (৫০%) @ ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।

- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।

খুলনা অঞ্চল (জেলাসমূহ: খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**চারা রোপণ / রিকোভারি
- ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে আউশ ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে| মই দিয়ে এমন ভাবে জমি সমতল করতে হবে যাতে পানি সব জায়গায় সমানভাবে থাকে।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ০৬ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ০৭ কেজি টিএসপি, ১১ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করুন।
- ২০-২৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি. বজায় রাখুন।
- প্রতি ২-২.৫ শতাংশ জমিতে পার্চিং হিসাবে একটি শাখা যুক্ত বাঁশের কন্চি পুঁতে দিন।
- আউশ ধান রোপণের ৫-৭ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে । চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- চারা রোপণের ১৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ০৬ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **নলিমাছি বা গলমাছি** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দমন ব্যবস্থা: কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই র্পযায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি./লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায় টমেটো ফসলে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে পাতা কোঁকড়ান রোগের আক্রমণ হতে পারে, তাই জমি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- দমকা বাতাসে যাতে গাছ নুয়ে না যায়, তাই কলা এবং পেঁপে গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে।
- বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থতিতে পরিপক্ক এবং অক্ষত কলার কাঁদি এবং পেঁপে ফল সংগ্রহ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া ছত্রাকজনিত রোগের জন্য অনুকূল। ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কপার অক্সিক্লোরাইড (৫০%) @ ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।

ময়মনসিংহ অঞ্চল (জেলাসমূহ: ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা এবং শেরপুর)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**চারা রোপণ / রিকোভারি
- ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে আউশ ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে| মই দিয়ে এমন ভাবে জমি সমতল করতে হবে যাতে পানি সব জায়গায় সমানভাবে থাকে।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ০৬ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ০৭ কেজি টিএসপি, ১১ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করুন।
- ২০-২৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি. বজায় রাখুন।
- প্রতি ২-২.৫ শতাংশ জমিতে পার্চিং হিসাবে একটি শাখা যুক্ত বাঁশের কন্চি পুঁতে দিন।
- আউশ ধান রোপণের ৫-৭ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে । চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- চারা রোপণের ১৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ০৬ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে **নলিমাছি বা গলমাছি** এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দমন ব্যবস্থা: কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায় টমেটো ফসলে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে পাতা কোঁকড়ান রোগের আক্রমণ হতে পারে, তাই জমি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- দমকা বাতাসে যাতে গাছ নুয়ে না যায়, তাই কলা এবং পেঁপে গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে।
- বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থতিতে পরিপক্ক এবং অক্ষত কলার কাঁদি এবং পেঁপে ফল সংগ্রহ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া ছত্রাকজনিত রোগের জন্য অনুকূল। ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কপার অক্সিক্লোরাইড (৫০%) @ ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- গরম আবহাওয়া এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্য রোপণ করা গাছের চারা এবং আমের ছোট গাছকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলাগাছের গোড়ায় গর্তবাস কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য চারা রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে ১ কেজি হারে নিম পাউডার প্রয়োগ করুন।
- আকস্মিক বজ্রঝড় ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে কর্তনকৃত কলার কাঁদিগুলো রক্ষার জন্য শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। কর্তনকৃত ফসল নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ছোট ফল গাছ এবং আখ ক্ষেতে খুঁটি দিন। আখের ক্ষেতে পাতা নীচের দিকে পেঁচিয়ে একাধিক গাছ গুচ্ছ করে একসাথে বেঁধে দিন, যাতে প্রবল বাতাসে আখ হেলে না পড়ে।
- বর্তমান আবহাওয়া কলা ক্ষেতে সিগাটোকা পাতার দাগ বা পাতা পঁচা ছত্রাক রোগের জন্য অনুকূল। আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং প্রোপিকোনাজল ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বর্ষা আসার আগেই গবাদি পশুকে ১৫ দিনের বিরতিতে তরকা, বাদলা, গলাফোলা, ও খুরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য গবাদি পশুর খাবার মজুদ রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।
- সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে।
- গোয়াল ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার ঠান্ডা পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।

হাঁসমুরগী

- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষার প্রতিকূল সময়ের জন্য হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখুন।
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- হাঁসমুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ মত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।